বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও ট্রিক

বাংলার ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলী ও অভিধান লেখক-

পরীক্ষায় ১ নম্বরের জন্য প্রায় আসে বাংলা ভাষা বিষয়ক বইটি কে লিখেছেন? মনে রাখা কঠিন কার কোন বই। এ ঝামেলা এড়াতেই আমার ছোট প্রয়াস । যে যেভাবে পারেন মনে রাখেন।

→	বাংলা ভাষার ইতিহাস বিষয়ক প্রথশ গ্রন্থের নাম- ভাষা ও সাহিত্য-দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৯৬ সালে)
→	গোরা = গো = গৌড়ীয় ব্যাকরণ রা = রাজা রামমোহন রায়
→	ভাই কথা হলো বাবা শহীদ হয়েছে, ভাই = বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত কথা = বাংলা সাহিত্যের কথা বাবা = বাংলা ভাষার ব্যাকরণ শহীদ = ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
→	ভাই সুক নাই ভাই = বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত সুক = সুকুমার সেন
→	এর নাম মনীষা মঞ্জু নাম = ড. এনামুল হক মনীষা = মনীষা মঞ্জীষা মঞ্জু = ব্যাকরণ মঞ্জুরী।
→	হাই (উচ্চ) সাধ হাই = মুহাম্মদ আব্দুল হাই সা= ভাষা ও সাহিত্য ধ = ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব
→	ঠাকুর শপ (বিছানা) দিল ঠাকুর = রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ = শব্দত্ত্ব প = বাংলা ভাষার পরিচয়
→	ও নীতি প্রকাশ করল ও = ওডিবিএল (ODBL) নীতি = ড. সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায় প্রকাশ = ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ
→	কেউ ভাব (উল্টো দিক হতে) কেউ = উইলিয়াম কেরী ভাব = বাংলা ভাষার ব্যাকরণ
→	ইশ্বর শব্দ মঞ্জুর করো ইশ্বর = ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শব্দ মঞ্জুর = শব্দ মঞ্জুরী
→	সশ দিয়ে খাও স = প্রথম বাংলা থিসরাস বা সমার্থক শব্দের অভিধান (স) শ = অশোক মুখোপাধ্যায় (শ)
→	শহীদের আঞ্চলিক টান বেশি
	শহীদ = ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ আঞ্চলিক = আঞ্চলিক ভাষার অভিধান
→	শরীফ সংক্ষিপ্ত কথা বলে শরীফ = আহমদ শরীফ (মৃত্যু- ১৯৯৯) সংক্ষিপ্ত = বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
→	প্রজা প্র = প্রমিত বাংলা বানান অভিধান জা = জামিল চৌধুরী

প্রাচীন যুগ (৯৫০-১২০০খ্রি.)

♦♦♦	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর চর্যাপদের আবিষ্কৃত পুথিটির নাম- 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়'
♦♦♦	⇒ সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি ৯৫০-১২০০ খ্রি. মাগধী প্রাকৃত থেকে, ⇒ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, ৬৫০-১২০০ খ্রি. গৌড়ী প্রাকৃত থেকে...
♦♦♦	চর্যাপদের সবচেয়ে বেশি পদ (১৩টি) রচনা করেন - কাহ্ন পা, তার রচিত পদগুলি হলো- ৭,৯,১০,১১,(১২) ১৩,১৮,১৯,২৪,৩৬,৪০,৪২,৪৫।
♦♦♦	চর্যাপদের আদি কবি লুইপার পদ ২টি যথা- ১ নং ও ২৯ নং
♦♦♦	চর্যাপদ হলো- বৌদ্ধ সহজিয়াদেন সাধন সঙ্গীত, এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
♦♦♦	⇒ চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার করেন- প্রবোধকুমার বাগচী- ১৯৩৮ সালে। ⇒ চর্যাপদের ধর্মমত সম্পর্কে আলোচনা করেন ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯২৭ সালে।
♦♦♦	চর্যাপদেন অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন- ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত (১৯৪৬ সালে)
♦♦♦	চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে প্রকাশ করেন- মুনিদত্ত ।
♦♦♦	প্রথম বাঙালি হিসেবে পূর্ণাঙ্গ পদ রচনা করেন- লুইপা, যাকে আদি কবি বলা হয়। তার রচিত পদ ২টি হলো- ১ ও ২৯ নং ।
♦♦♦	মহিলা কবি হিসেবে বিবেচনা করা হয় কুক্করিপা কে। তার রচিত পদের সংখ্যা ৩টি। যথা- ২,২০,৪৮ নং পদ
♦♦♦	ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে চর্যাপদের প্রাচীন কবি শবর পা, তার রচিত পদ ২টি ,যিনি বাংলাদেশের লোক ছিলেন।
♦♦♦	নাম থাকলেও পদ পাওয়া যায় নি লাড়িডোম্বী পার
♦♦♦	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হতে 'হাজার বছরের পুরাণ

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা ’ প্রকাশিত হয় - ১৯১৬ সালে- মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়।
♦♦♦	পদ পাওয়া যায় নি-২৩ নং এর অর্ধেক (ভুসুক পা) ২৪ নং- কাহ্ন পা ২৫ নং- তন্ত্রী পা ৪৮ নং- কুক্কুরী পা
♦♦♦	চর্যাপদ রচিত হয় - পাল আমলে

মধ্যযুগ

♦♦♦	গদ্যপদ্য মিশ্রিত চম্পুকাব্য + হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের কথা বর্ণিত ‘শূন্যপুরাণ’ এর রচয়িতা হলেন- রামাই পণ্ডিত
♦♦♦	‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য আবিষ্কার করেন- বসন্তরঞ্জন রায় দ্বিদ্বল্লভ ১৯০৯ সালে। আর রচয়িতা হলেন বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত বড়ুয়া।
♦♦♦	‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে (১৩টি খণ্ডে) রাধা হলো মানবাত্মার প্রতীক আর কৃষ্ণ হলো- পরমাত্মার বা স্রষ্টার প্রতীক । বড়াই হলো- প্রেমের দূতি
♦♦♦	মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফসল/সম্পদ হলো- বৈষ্ণব পদাবলি,এর অধিকাংশ পদ রচিত হয় ব্রজবুলি ভাষায়, যার আদিকবি হলেন- চণ্ডীদাস/অনন্ত বড়ুয়া, বৈষ্ণব পদাবলির বাঙালি কবি হলেন-চণ্ডীদাস/বড়ু চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস অবাঙালি কবি হলেন- বিদ্যাপতি,যিনি মিথিলার কবি, বৈষ্ণবদের মতে রস ৫ প্রকার
♦♦♦	বড়ু চণ্ডীদাস বা চণ্ডীদাস/অনন্ত বড়ুয়া এর বিখ্যাত উক্তি হলো-“শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই”, “সই কেমনে ধরিব হিয়া, আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া” (মনে রাখুন- চণ্ডীদাসের আঙ্গিনায় মানুষ)
♦♦♦	“রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর” “সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু অনলে পুড়িয়া গেল” কবি- জ্ঞানদাসর বিখ্যাত উক্তি (মনে রাখুন- আঁখির জ্ঞান পুড়ে গেল)
♦♦♦	**কৌশলে মনে রাখি মঙ্গলকাব্যের কবির নাম ও আদি কবি, শ্রেষ্ঠকবি-**
♦♦♦	মঙ্গলকাব্যের মূলধারা ৩টি যথা- ⇒ মনসামঙ্গল হলো প্রাচীনতম শাখা (দেবদেবীর

	জয়গান, চরিত্র- চাঁদ সওদাগর, বেহুলা, লখিন্দর) , ⇒ চণ্ডীমঙ্গল (চণ্ডীদেবীর কাহিনী, চরিত্র-কালকতু,ফুল্লরা,লহনা) , ⇒ অন্নদামঙ্গল ৩টি খণ্ডে বিভক্ত (চরিত্র-হীরামালিনী, ঈশ্বরপাটনী, বিদ্যাসুন্দর)
	♥মনসামঙ্গল কাব্যের কবিগণ- ⇒ মন বিজয় হল নাহ বংশী কে বাজিয়েও। মন = মনসামঙ্গল বিজয় = বিজয়গুপ্ত, বি = বিপ্রদাস পিপিলাই না = নারায়ণ দেব হ = কানা হরিদত্ত বংশী = দ্বিজ বংশীদাস কে = কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ⇒ কানা মন কা = কানা হরিদত্ত (আদি কবি) না = নারায়ণ দেব শ্রেষ্ঠ কবি) মন = মনসামঙ্গল
♦♦♦	♥চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি- ⇒ মানিক চুমু দিস (পড়ুন দ্বিজ) মানিক = মানিক দত্ত (আদি কবি) চু = চণ্ডীমঙ্গল মু = মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (শ্রেষ্ঠ কবি-কবিকঙ্কন) দিস = দ্বিজ মাধব, দ্বিজ রামদেব
♦♦♦	অন্নদামঙ্গল কাব্যের কবিগণ- অন্নদামঙ্গল কাব্যধারার প্রধান কবি- ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০) ⇒ তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রথম নাগরিক কবি, ⇒ মধ্যযুগের প্রধান ও শ্রেষ্ঠকবি, সর্বশেষ কবি ⇒ তার রচিত মঙ্গলকাব্য হলো- অন্নদামঙ্গল (নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে রচিত) ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- “ নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?” “ মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন” “বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণে চাঁদ” “ কড়িতে বাঘের দুধ মেলে” “হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়” “ আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে” উক্তি-ঈশ্বরপাটনীর তবে রচিয়তা ভারতচন্দ্র রায়ের।

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

◆◆◆	মর্সিয়া আরবী শব্দ- অর্থ শোঁকগাথা মর্সিয়া সাহিত্যের আদিকবি -শেখ ফয়জুল্লাহ (জয়নবের চৈতিশা)
◆◆◆	⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতী, ⇒ তিনি মনসামঙ্গল কাব্যের রচিয়তা কবি দ্বিজ বংশীদাসের কন্যা ⇒ তিনি রামায়ণ রচনা করেছিলেন ⇒ মলুয়া ও দস্যকেনারামের পালা' ময়মনসিংহের গীতিকা ২টির রচয়িতা তিনি।
◆◆◆	⇒ বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মের সংমিশ্রণে নাথ সাহিত্যের উৎপত্তি ⇒ নাথ সাহিত্যের আদিকবি - শেখ ফয়জুল্লাহ (গোরক্ষ বিজয়)
◆◆◆	বাংলা ভাষায় মহাভরতের প্রথম অনুবাদকের নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর, তবে শ্রেষ্ঠ অনুবাদক কাশীরাম দাস ।
◆◆◆	⇒ সপ্তপয়কর, সিকান্দারনামা, সয়ফুলমূলক-বদিউজ্জামান, তোহফা (নীতিকাব্য) আলাওল অনুবাদ করেন- ফারসি ভাষা হতে। ⇒ মালিক মোহাম্মদ জায়সীর হিন্দি ভাষায় রচিত 'পদুমাবৎ' অবলম্বনে আলাওল রচনা করেন- পদ্মাবতী ⇒ ' প্রেম বিনে ভাব নাই ভাব বিনে রস, ত্রিভূবনে যাহা দেখি প্রেম হুনতে বম" পদ্মাবতী
◆◆◆	বাংলার মুসলমান কবিদের মধ্রে প্রাচীনতম কবি শাহ মুহাম্মদ সগীর অনূদিত গ্রন্থের নাম ইউসুফ-জুলেখা
◆◆◆	⇒ বাংলা সাহিত্যে একটি কবিতা/পঙ্কতি না লিখেও যার নামে একটি যুগের সৃষ্টি হয়েছে- শ্রীচৈতন্যদেব। ⇒ বাংলা ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ- চৈতন্যভাগবত (বৃন্দাবন দাসের)
◆◆◆	"নানান দেশের নানান ভাষা , বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?- নিধুবাবু/রামনিধিগুপ্ত, যিনি টপ্পাগানের জনক
◆◆◆	বাংলঅ সাহিত্যের কবিয়াল হলেন - গোঁজলা গুই (কবিগানের প্রথম কবি), এন্টিনি ফিরিঙ্গি,নিধুবাবু, দাশরথি রায়, নিতাই বৈরাগী, হরু ঠাকুর, ভবানী বেনে ।
◆◆◆	পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক- সৈয়দ হামজা
	⇒পুঁথি সাহিত্যের স্বার্থক ও জনপ্রিয় কবি ছিলেন- ফকীর গরীবুল্লাহ ⇒ তার রচিত কাব্যের নাম ' আমীর হামজা'
◆◆◆	⇒ যুগসন্ধিক্ষণ এর সময়কাল ১৭৬০-১৮৬০ ⇒ যুগসন্ধিক্ষণের কবি বলা হয়- ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে

◆◆◆	ঠাকুর মার ঝুলি, ঠাকুর দাদার ঝুলি-দক্ষিণারঞ্জণ মিত্রের রুপকথা
◆◆◆	⇒ময়মনসিংহের গীতিকা গুলোর সংগ্রাহক- চন্দ্রকুমার দে। ⇒ 'মহুয়া' পালাটির রচিয়তা দ্বিজ কানাই ⇒ 'দেওয়ানা মদিনা' মনসুর বয়াতি
◆◆◆	" নিজাম ডাকাতের পালা, কাফন চোরা, চৌধুরীর লড়াই, ভেলুয়া" এগুলি হল- পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালা (এ কয়েকটা মনে রাখলে ময়মনসিংহ গীতিকা এমনি সনাক্ত করা যাবে)
◆◆◆	ভাওয়াইয়া হলো রংপুর অঞ্চলের গান, গম্ভীরা- চাপাইনবাবগঞ্জ ভাটিয়ালী- ময়মনসিংহ
◆◆◆	শাক্ত পদাবলির আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি- রামপ্রসাদ সেন

আধুনিক যুগ
(১২০১-বর্তমান)

◆◆◆	বাংলা সাহিত্যে গদ্যের বিকাশ ঘটে- উনিশ শতকে, গদ্য প্রতিষ্ঠায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর অবদান বেশি।
◆◆◆	বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থের নাম- কথোপকথন (১৮০১)
◆◆◆	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ চালু করা হয়- ১৮০১ সালে।
◆◆◆	বাংলার কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ হলো-কৃপার শস্ত্রের অর্থভেদ (মানুয়েল আসস্যাম্পুসাও)
◆◆◆	ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্যতম লেখক হলেন- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার, রামরাম বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রি, গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনশি, তানিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।
◆◆◆	শ্রীরামপুর মিশন হতে প্রকাশিথ পত্রিকার নাম- 'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'
◆◆◆	উইলয়াম কেরী- ⇒ রামরাম বসুর নিকট হতে বাংলা শিখেছিলেন, এ জন্য রামরাম বসু কে বলা হয় কেরী সাহেবের মুনশি । ♥ কেরি কই কেরি ⇒ উইলয়াম কেরি ক = কথোপকথন (১৮০১) ই = ইতিহাসমালা (১৮১২- বাংলা সাহিত্যের প্রথম গল্পগ্রন্থ)
◆◆◆	♥রামরাম বসু ট্রিক- রাজা বসলি রাজা ⇒ রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	বস ⇒ রামরাম বসু লি ⇒ লিপিমালা (১৮০২-বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র সাহিত্য)
♦♦♦	♥মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ⇒ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শ্রেষ্ঠ লেখক তিনি ⇒ তিনি বেশি গ্রন্থ মোট ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। ♣ ট্রিক - রাজা হলে ৩২বার বেদ বিদ্যা পড়তে হতো চন্দ্র রাতে.... রাজা ⇒ রাজাবলি (১৮০১৮) ৩২ বার ⇒ বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২) বেদ⇒ বেদান্ত চন্দ্রিকা (১৮০৭) বিদ্যা ⇒ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার হতো ⇒ হিতোপদেশ (১৮০৮) চন্দ্র ⇒ প্রবোধ চন্দ্রিকা
	রাজা রামমোহন রায়- ⇒ তিনি ব্রাহ্মণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন ⇒ সতীদাহ প্রথা বিলোপসাধন করেন ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিংক এর সহায়তায় ⇒ বেদান্ত গ্রন্থ- বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ ⇒ বেদান্ত সার (১৮১৫) ⇒ বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাঙলা ব্যাকরণ- গৌড়ীয় ব্যাকরণ।
♦♦♦	♥হরপ্রসাদ রায়- ⇒ 'পুরুষ পরীক্ষা' তার রচিত গ্রন্থটি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সর্বশেষ রচনা -১৮১৫
♦♦♦	রামমোহন রায় + উইলিয়াম কেরির প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় -১৮১৭ সালে (হেস্টিংস)
♦♦♦	'ইয়ংবেঙ্গল' গোষ্ঠির মুখপাত্র হিসেবে 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকার প্রকাশিত হয়।(দক্ষিণানন্দ মুখোপাধ্যায়)
♦♦♦	মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯২৬ সালে

অন্যান্য তথ্য

♦♦♦	♦ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ⇒ বাংলা সাহিত্যে প্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বাংলা গদ্যের জনক) - বেতাল পঞ্চবিংশতি অনুবাদ গ্রন্থে। ⇒ হিন্দু বিবাহ আইন পাস করান ২৬ জুলাই ১৮৫৬ সালে, লর্ড ডালহৌসীর সহায়তায়।
♦♦♦	♥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ⇒ মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর সফল প্রয়োগ ঘটান 'তিলোত্তমাসম্ভব' (১৮৬০) কাব্যে। প্রথম প্রয়োগ-পদ্মাবতী কাব্যে।

	⇒ তার রচিত শ্রেষ্ঠ নাটক ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি নাটক- কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
♦♦♦	♣ দীনবন্ধু মিত্র ⇒ দীনবন্ধু মিত্রের উপাধি 'রায়বাহাদুর', 'সধবার একাদেশী' (১৮৬৬) হলো তার রচিত একটি প্রহসন ⇒ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম ছাপাখানা 'বাংলা প্রেস' হতে 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশত হয়-১৮৬০ সালে।
♦♦♦	Ω বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- (১৮৩৮-১৮৯৪) ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাস হলো- দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), ⇒ 'কমলাকান্ত' তার ছদ্মনাম, তাকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের জনক/স্থপতি। তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২)। ⇔ তার উপন্যাসের চরিত্র গুলো মনে রাখার ট্রিক- ♦ দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)- চরিত্র- নন্দিনী বিআ জতিন কে কর। নন্দিনী ⇒দুর্গেশনন্দিনী বি ⇒ বিমলা আ ⇒ আয়েশা জ ⇒ জগৎসিংহ তিন ⇒ তিলোত্তমা ♣ কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬)-প্রথম রোমান্টিক উপন্যাস চরিত্র- বিবি কুমারের কপাল পুড়ল বিবি ⇒ মতিবিবি কুমারের ⇒ নবকুমার কপাল ⇒ বপালকুণ্ডলা Ω কৃষ্ণকান্তের উইল-(১৮৭৮) -শ্রেষ্ঠ উপন্যাস চরিত্র- রোহিণী লাল সূর্যে কৃষ্ণ হলো- রোহিণী → রোহিণী লাল → গোবিন্দ লাল কৃষ্ণ → কৃষ্ণকান্তের উইল ♥বিষবৃক্ষ- (১৮৭৩)- সামাজিক উপন্যাস চরিত্র- সূর্য নগন্য ব্যাপারে কান্দন কর না বৃক্ষের তলে। সূর্য ⇒ সূর্যমুখী নগন্য ⇒ নগেন্দ্রনাথ কান্দন ⇒ কুন্দনন্দিনী বৃক্ষ ⇒ বিষবৃক্ষ

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

⇔ তার রচিত ত্রয়ী উপন্যাস-
মনে রাখার ট্রিক- বঙ্কিমের আদেস
আ →আনন্দমঠ (১৮৮২), ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পট
দে → দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪-রংপুরের পীরগাছার)
স → সীতারাম (১৮৮৭-সর্বশেষ উপন্যাস)

⇔ উক্তি-
⇒ "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছো-
⇒ "তুমি অধ, তাই বলে আমি উত্তম হইব না কেন?
⇒"প্রদীপ নিভিয়া গেল"

◆◆◆

মীর মোশাররফ হোসেন ১৮৪৭-১৯১১)

→ তার ছদ্মনাম 'গাজী মিয়া', কাঙাল হরিনাথ ছিলেন তার সাহিত্য গুরু ,তিনি প্রথম মুসলিম ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে।
→ বাংলা সাহিত্যে প্রথম মুসলিম নাট্যকার তিনি (বসন্তকুমারী-১৮৭৩)
→ 'মোসলেম ভারত' তার বিখ্যাত কাব্য, 'জমিদারদর্পণ' (১৮৭৩) তার বিখ্যাত নাটক

◆◆◆

কায়কোবাদ
(১৮৫৭-১৯৫১)

⇒ মুসলিমদের মধ্যে প্রথম মহাকাব্য রচিয়তা কায়কোবাদ (কাজম আল কোরেশী) -১৯০৪ সালে,যা পানিপথের ৩য় যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত।

⇒ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ- বিরহ বিলোপ (১৮৭০) ১৩ বছর বয়সে রচিত।

⇒ আযান' তার বিখ্যাত কবিতা ও অশ্রুমালা হলো তার কাব্যগ্রন্থ

◆◆◆

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(১৮৬১-১৯৪১)
প্রয়োজনীয় তথ্য-

→ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড উপাধি পান ১৯১৫ সালে ,ত্যাগ ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে।
→ তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস -'বৌ ঠাকুরাণীর হাট' -১৮৮৩ সালে
→ নোবেল পুরস্কার পান ১৯১৩ সালে (Song Offerings জন্য)
→ প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প- ভিখারিণী, তবে সার্থক ছোটগল্প- দেনা-পাওনা
(শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-দেনা-পাওনা)
→তার ছদ্মনাম-৯টি ,ভানুসিংহ ঠাকুর,চৈনিক নাম- 'চু তেন তান'

◆◆◆

রবীন্দ্র-উপন্যাসের চরিত্র-

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের চরিত্রগুলো মনে রাার কৌশল যেহেতু আমাদের সকল উপন্যাস পড়ার সৌভাগ্য হবেনা তাই কৌশলে চরিত্র গুলো মনে রাখি।

♥ করুণা
(অসমাপ্ত ও অপ্রকাশিত উপন্যাস)
চরিত্র ট্রিক- MR করুণা দেখাবেন নাহ-
M ⇒ মহেন্দ্র, মোহিনী
R ⇒ রজনী

◆চোখের বালি-
(১৯০৩)- বাংলা সাহিত্যের প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।
চরিত্র ট্রিক- MBA চোখের বালি হতে হয়।
M→ মহেন্দ্র
B→ বিহারী, বিনোদনী
A→ আশা

♣ গোরা-(১৯১০)
ট্রিক- কৃষ্ণ বর পরে আসবে গোল টুপি মাথায় দিয়ে
কৃষ্ণ ⇒ কৃষ্ণদয়াল
বর ⇒ বরদাসুন্দরী
পরে ⇒ পরেশবাবু
আ ⇒ আনন্দময়ী
স ⇒ সুচরিতা
বে ⇒ বিনয়
গো ⇒ গোরা
ল ⇒ ললিতা

Ω ঘরে- বাইরে-(১৯১৬)
চলিত ভাষায় রবির প্রথম উপন্যাস এটি
ট্রিক- ঘরে- বাইরে সবিনি (সব নে)
স→ সন্দীপ
বি→ বিমলা
নি→ নিখিলেশ

♥যোগাযোগ (১৯২৯)
সামাজিক উপন্যাস
ট্রিক ⇒ যোগাযোগ কম কর
ক ⇒ কুমুদিনী
ম ⇒ মধুসূদন

♥ শেষের কবিতা-
(১৯২৯)-রোমান্টিক কাব্যধর্মী
ট্রিক-অমিলে (বিচ্ছেদে/মনমালিন্য) শোক হয়
অমি ⇒ অমিত
ল ⇒ লাবণ্য
শো ⇒ শোভনলাল

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	ক ⇒ কেতকী **সম্পূরক তথ্য-শেষের কবিতার** ⇒ শেষের কবিতায় উপন্যাসে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। ⇒ এই উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি- "ফ্যাশনটা হলো মুখোশ,স্টাইল টা মুখশ্রী" " কালের যাত্রার ধ্বনি কি শুনতে পাও?"
♦♦♦	⇔ ছোটগল্পের কয়েকটি চরিত্র - ♥পোস্টমাস্টার-= রতন ♣ছুটি = ফটিক Ω একরাত্রি = সুরবালা ♦অপরিচিতা = কল্যাণী ◊ জীবিত ও মৃত = কাদম্বিনী (কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই) ® হৈমন্তি = অপু, হৈমন্তি ♣ সমাপ্তি = মৃন্ময়ী ("শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাট বর্গির উপদ্রুব বলিলেই চলে") ♥ কাবুলিওয়ালা = খুকি, রহমত
	নির্ঝরের স্বপ্ন- কবিতা, কালান্তর ও পঞ্চভূত হলো- প্রবন্ধ
বিঃদ্যঃ	পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হতে ২/১ টা আসেই। সুতরাং এ টু জেড পড়েন।

কাজী নজরুল ইসলাম
(১৮৯৯-১৯৭৬)

♦♦♦	⇒কাজী নজরুল কে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদা দেয়া হয়- ২৪ মে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে নিয়ে এসেই। ⇒ নাগরিকত্ব দেয়া হয়- ১৯৭৬ সালে, স্বাধীনতা পুরস্কার দেয়া হয়।
♦♦♦	উপন্যাস- তাহার উপন্যাস ৩টি যথা- ট্রিক- বামৃক বা = বাঁধনহারা (১৯২৭- বাংলা সাহিত্যের প্রথম পত্র উপন্যাস) মৃ = মৃত্যুক্ষুধা (১৯৩০) - ত্রিশালের কাহিনী ক = কুহেলিকা (১৯৩১)

	কাজী নজরুল ইসলাম - নাটক ট্রিক- ঝি (পড়ুন জি) মালা আপু ঝি→ ঝিলিমিলি (১৯৩০) মালা→ মধুমালা (১৯৬০) আ→ আলেয়া (১৯৩১) পু→ পুতুলের বিয়ে (১৯৩৩)
♦♦♦	♥কাজী নজরুল- গল্পগ্রন্থ- ট্রিক- ব্যাথায় রিক্ত শিউলি ব্যাথায় ⇒ ব্যাথারদান (১৯২২) রিক্ত ⇒ রিক্তের বেদন (১৯২৫) (বাউণ্ডলের আত্মকাহিনী) শিউলি ⇒ শিউলিমালা (১৯৩১) (পদ্মগোখরা)
♦♦♦	তাহার নিষিদ্ধ গ্রন্থাবলি **Trick- BAP J VC** B = বিশের বাঁশি (কাব্যগ্রন্থ-১৯২৪ সালে) A = অগ্নিবীণা (কাব্যগ্রন্থ- ১৯২২) P = প্রলয়শিখা (কাব্যগ্রন্থ-১৯৩০) J = যুগবাণী (১৯২২- প্রবন্ধ) V = ভাঙ্গার গান (কাব্যগ্রন্থ-১৯২৪) C = চন্দ্রবিন্দু (প্রবন্ধ)
♦♦♦	তাহার প্রবন্ধ- যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, রাজবন্দীর জবানবন্দী (ফারসি শব্দ), চন্দ্রবিন্দু
♦♦♦	সম্পূরক তথ্য- ⇒ অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা প্রলয়োল্লাস,২য় বিদ্রোহী, ৩য়= রক্তাম্বর ধারিণীর মা ⇒ অগ্নিবীণা কাব্যটি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কে উৎসর্গ করেন (AB= Agnibina, B= Barindrokumar) ⇒ সঞ্চিতা কাব্যটি উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথ কে ⇒ জীবন বন্দনা হচ্ছে তার কবিতা (বন্দীর বন্দনা-বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থ, ট্রিক= ২টা তে ডাবল বব আছে) ⇒ নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা-মুক্তি ⇒ কাজী নজরুলের রণ সঙ্গীত টি শিখা পত্রিকায় 'নতুনের গান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়-১৯২৮ সালে। ⇒ সম্পাদিত পত্রিকার ট্রিক -নধূলা ন = দৈনিক নবযুগ (১৯২২) ধূ = ধূমকেতু (১৯২২) লা = লাঙ্গল (১৯২৫) ⇒ নজরুলের 'নারী' কবিতাটি 'সাম্যবাদী', 'দারিদ্র' কবিতাটি সিন্ধু হিল্লোল কাব্যগ্রন্থের অর্ন্তগত।

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

বিভিন্ন লেখকদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-

♦♦♦	**পল্লীকবি জসীম উদদীন** **(১৯০৩-১৯৭৬)** → ফরিদপুরের তাম্বুলখানা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবর কবিতাটি ১১৮ লাইনের কল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, রাখালি কাব্যগ্রন্থের অর্ন্তগত,এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত। → তার প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'রাখালি' (১৯২৭) তবে তার শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম - 'নকশী কাঁথার মাঠ' এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন মিলফোর্ড 'The Field of Embroidered Quilt' নামে → মাটির কান্না, 'মা যে জননী কান্দে' হলো কাব্যগ্রন্থ তার → পদ্মাপাড়, বেদের মেয়ে,পল্লীবধু হলো তার বিখ্যাত নাটক। → তার একমাত্র উপন্যাস হলো- 'বোবা কাহিনী'
♦♦♦	**প্রমথ চৌধুরী** **(১৮৬৮-১৯৪৬)** ⇒ ছদ্মনাম - বীরবল,নীললোহিত, তিনি জীবনে ঝ্যাঠামি, সাহিত্যে ন্যাকামি সহ্য করতে পারতেন নাহ। ⇒ বাংলা সাহিত্যে ইতালিয় সনেট+ বাংলা গদ্যে চলিত ভাষারীতির প্রবর্তন করেন তিনি। ⇒ তিনি সবুজপত্র পত্রিকা সম্পাদনা করেন - ১৯১৪ সালে। ⇒ তেল-নুন- লাকড়ী (১৯০৬), বীরবলের হালখাতা' হলো তার বিখ্যাত প্রবন্ধ। ⇒ "জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো না কেন, তাহার আলো চারদিকে আলোক চারদিকে ছড়াইয়া পড়িবে" ⇒ "ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, উল্টোটা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে" (ভাষার কথা) ⇒ "সুশিক্ষিত লোক মাত্রই স্বশিক্ষিত" বই পড়া

ফররুখ আহমদ

(১৯১৮-১৯৭৪)

♦♦♦	→ ফররুখ আহমদ কে বলা হয় মুসলিম রেনেসার কবি বা ইসলামী পুনর্জাগরণের কবি। → 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪) তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ, এতে ১৯ টি কবিতা রয়েছে। → 'পাঞ্জেরী' (ফারসি শব্দ) তার একটি বিখ্যাত কবিতা। → নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১) এটি কাব্যনাট্য → 'হাতেমতাই (১৯৬৬) এর জন্য আদমজী পুরস্কার। → 'মহূর্তের কবিতা' (১৯৬৬) হলো তার একটি সনেট সংকলন। → সিরাজুম মুনীরা' (১৯৫২) অন্যতম কাব্যগ্রন্থ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(১৮৭৬-১৯৩৮)

♦♦♦	⇒ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম- 'অপরাজেয় কথাশিল্পী, অনিলা দেবী। ⇒ তার শ্রেষ্ঠ + আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস শ্রীকান্ত, বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কিশোর চরিত্র এ উপন্যাসের। এ উপন্যাসের বিখ্যাত উক্তি " বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়" ⇒ তার প্রথম উপন্যাস ' বড়দিদি' (১৯১৩) ⇒ 'পথের দাবী' (১৯২৬) উপন্যাসটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ⇒ তার অন্যান্য উপন্যাস পল্লীসমাজ , বামুনের মেয়ে, চরিত্রহীন, দেবদাস, গৃহদাহ, দত্তা, অরক্ষণীয়া, বিরাজ বৌ, বিপ্রদাস, পণ্ডিতমশাই। ⇒ সার্থক ছোটগল্প হলো মহেশ (১৯২৬) এর উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল- আমেনা, মহেশ (ষাঁড়),গফুর।
♦♦♦	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস গুলির চরিত্র মনে রাখার কৌশল- ♥শ্রীকান্ত (৪ খণ্ডে বিভক্ত) ট্রিক- কুরাইশ কু = কুশরী রা = রাজলক্ষী ই = ইন্দ্রনাথ শ = শ্রীকান্ত ♣ পল্লীসমাজ (১৯১৬) ট্রিক → পল্লীর রমণী ভাল হয়। পল্লীর = পল্লীসমাজ রম = রমেশ, বলরাম ণী = বেণী Ω গৃহদাহ (১৯২০) ট্রিক- বর্তমানে মহিম দা এর সুর অচল মহিম → মহিম দা → গৃহদাহ সুর → সুরেশ অচল → অচলা

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	♥ দেনা-পাওনা- ১৯২৩ √ফাঁদ-রবি ঠাকুরের (ছোটগল্প) **কৌশল- দেনা-পাওনা হিসেবে জিনিষ দাও** জী ⇒ জীবনানন্দ নি ⇒ নির্মল ষ ⇒ ষোড়শী ◊ শেষের পরিচয় (১৯৩৯)- অসমাপ্ত উপন্যাস কৌশল- শেষে পরিচয় দিবা সবার স = সবিতা বা = বাবু র = রমণী ছোটগল্প- ⇒ মন্দির প্রথম প্রকাশিত গল্প, এজন্য তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পান। ⇒ বিলাসী (১৯২০) , এ গল্পের বিখ্যাত চরিত্র হলো- ন্যাড়া, মৃত্যুঞ্জয়, বিলাসী। সহমরণ এর উল্লেখ আছে এ গল্পে। ⇒ তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো- 'নারীর মূল্য' (১৯২০) যা তিনি অনীলা দেবী ছদ্মনামে লিখেছেন।

আল মাহমুদ (গুরত্বপূর্ণ লেখক)
(১৯৩৬-২০১৯)

♦♦♦	জন্ম ⇒ ১১ জুলাই ১৯৩৬ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইলে। প্রকৃত নাম- মীর আব্দুস শাকুর আল মাহমুদ। মৃত্যু- ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সালে। ⇒ তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলো- লোক লোকান্তর (১৯৬৩), তবে তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হল- 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩) ⇒ 'পানকৌড়ির রক্ত' হলো তার বিখ্যাত- গল্পগ্রন্থ ⇒ বিখ্যাত কবিতা 'নোলক' আমার মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে গেল শেষে...' ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস হলো- ডাহুকী (১৯৯২) উপমহাদেশ (১৯৯৩), আগুনের মেয়ে (১৯৯৫)

জহির রায়হান
(১৯৩৫-১৯৭২)

♦♦♦	⇒ তার প্রকৃত নাম - আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ, ডাকনাম- জাফর। ⇒ তার প্রথম উপন্যাস - 'শেষ বিকেলের মেয়ে' (১৯৬০) ⇒ 'হাজার বছর ধরে' (১৯৬৪) তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, এর জন্য তিনি আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।

	⇒ ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত তার উপন্যাসের নাম - 'আরেক ফাল্গুন' (১৯৬৮) ⇒ 'বরফ গলা নদী' (১৯৬৯) তার একটি বিখ্যাত উপন্যাস। ⇒ চলচিত্রের নাম- 'কখনো আসেনি, সোনার কাজল, কাচের দেয়াল, সঙ্গম. বাহানা , বেহুলা, আনোয়ারা, ইংরেজি ছবি- 'Let there be Light' 'জীবন হতে নেয়া' (১৯৭০) - এটি ভাষা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচিত্র। ⇒ তার একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- সূর্যগ্রহণ (১৯৫৫)

সৈয়দ শামসুল হক
(১৯৩৫-২০১৬)

♦♦♦	⇒ তিনি ২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫ সালে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহন করেন, ২৭ সেপ্টম্বর ২০১৬ সালে মারা যান। তাকে বলা হয় সব্যসাচী লেখক। ⇒ তার উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- ট্রিক - শামসু দেয়াল হতে তরবারী নিলো, বিবির সাথে খেলে গেলো.... (কোপাকুপি-ব্যতিহার বহুব্রীহি)..... **শামসু** = শামসুর রহমান **দেয়াল** = দেয়ালের দেশ (প্রথম উপন্যাস) **তরবারী** = তুমি সেই তরবারী **নিলো** = নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন **বিবির** = আয়না বিবির পালা খেলে = খেলারাম খেলে যা ⇒ কাব্যনাট্য মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- শামপান (নৌকা) শাম = শামসুর রহমান পা = পায়ের আওয়াজ পাঁয়া যায় ন = নুরুলদীনের সারা জীবন শামসুর রহমান ⇒ তার বিখ্যাত গল্পের নাম - তাস (১৯৫৪) আনন্দের মৃত্যু -(১৯৬৭) রক্ত গোলাপ (১৯৬৪) ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- একদা এক রাজ্যে (১৯৬১) পরানের গহীন ভিতর (১৯৮০) আঞ্চলিক ভাষারীতিতে রচিত।

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

হুমায়ূন আহমেদ
(১৯৪৮-২০১২)

♦♦♦	⇒ তিনি ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সালে কুতুবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় নাম ছিল শামসুর রহমান, ডাক নাম কাজল । ২৯ জুলাই ২০১২ সালে মারা যান, নুহাশপল্লিতে সমাহিত করা হয়। ⇒ তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- **আজ শুনি শ্যামল, সৌরভ ও অনিলের মুক্তির দিন** । আ = আগুনের পরশমণি জ = জোসনা ও জননীর গল্প নি = নির্বাসন শ্যামল = শ্যামল ছায়া সৌরভ = সৌরভ অনিলের = অনিল বাগচীর একদিন দিন = সূর্যের দিন ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- ♥নন্দিত নরকে (১৯৭০) ♥শঙ্খনীল কারাগার (১৯৭৩) ♥এইসব দিনরাত্রি ♥আমার আছে জল ♥গৌরিপুর জংশন ♥ দেয়াল (সর্বশেষ-২০১২) ⇒ তার বিখ্যাত নাটক- আজ রবিবার বৃহন্নলা হিমু নক্ষত্রের রাত ⇒ সর্বশেষ চলচ্চিত্র- ঘেটুপুত্র কমলা (২০১২)

সেলিনা হোসেন

♦♦♦	সেলিনা হোসেনের বিখ্যাত উপন্যাস- ⇒ জলোচ্ছ্বাস (১৯৭২) ♦হাঙ্গর নদী গ্রেনেড (১৯৭৬)-মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত। ♦পোকা মাকড়ের বসতি (১৯৮৬)- দ্বীপের কাহিনী ♦কাঁটাতারের প্রজাপতি (১৯৯৮)- মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত, ১১ নং সেক্টর এর অধিন নারী মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবির (১ ডিসেম্বর ২০১৮) কথা এসেছে। ♦ তার ত্রয়ী উপন্যাস- গায়েত্রী সন্ধা (৩ খণ্ডে)

শওকত ওসমান
(১৯১৭-১৯৯৮)

♦♦♦	⇒ তার প্রকৃত নাম- শেখ আজিজুর রহমান ⇒ তার রচিত মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- জানে দুই ফোটা জল দে শওকত..... জা = জাহান্নাম হতে বিদায় -১৯৭১ নে = নেকড়ে অরণ্য -১৯৭৩ দুই = দুই সৈনিক জল = জলাঙ্গী -১৯৭৪ শওকত = শওকত ওসমান ⇒ তার অন্যান্য উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল ট্রিক -**জননীর হাসিতে আদম শস্তানের আর্তনাদ থাকেনা** জননী = জননী (১৯৬২) ফাঁদ - জননী (১৯৩৫-উপন্যাস)- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসি == ক্রীতদাসের হাসি (১৯৬২)- তাতারী আদম = বনি আদম (১৯৪৩) শ = শওকত ওসমান আর্তনাদ = আর্তনাদ (১৯৮৫-ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক) ⇒ তার বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- ♣পিঁজরাপোল (১৯৫০) ♥জন্ম যদি তব বঙ্গে - (১৯৭৫-মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক) ♦ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী (ফিলিপস পুরস্কার লাভ) ⇒ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ- সংস্কৃতির চড়াই উৎরাই ⇒ তার বিখ্যাত নাটক ট্রিক - শোন কবি জন্মের মামলার তল পূর্ণ কাঁকরে ভরা...... শোন = শওকত ওসমান কবি = বাগদাদের কবি জন্মের = জন্ম- জন্মান্তর মামলার = আমলার মামলা তল = তস্কর ও লস্কর পূর্ণ = পূর্ন স্বাধীনতা ও চূর্ণ স্বাধীনতা কাঁকরে = কাঁকর মনি

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

জীবনানন্দ দাশ
(১৮৯৯-১৯৫৪)

♦♦♦	⇒ জীবনানন্দ দাশ ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহন করেন। বিখ্যাত কবি কুসুমকুমারী দাশ হলেন তার মা । তিনি পঞ্চপাণ্ডবের একজন। ২২ অক্টোবর ১৯৫৪ সালে মারা যান । ⇒ তাকে বলা হয়- তিমির হননের কবি, নির্জনতার কবি, ধূসরতার কবি, রুপসী বাংলার কবি । ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মনে রাখি কৌশলে- ট্রিক- জীবনের পাণ্ডুলিপি ঝরে পরলে পৃথিবীতে বনলতা সেনকে সাত বেলাও খুঁজে পাবে না.... জীবনের = জীবনানন্দ দাশ পাণ্ডুলিপি = ধূসর পাণ্ডুলিপি (১৯৩৬) ঝরে = ঝরা পালক (প্রথম- ১৯২৭) পৃথিবীতে = মহাপৃথিবী (১৯৪৪) বনলতা সেন = বনলতা সেন (১৯৪২) সাত = সাতটি তারার তিমির বেলাও = বেলা অবেলা কালবেলা (১৯৬১) ⇒ তার উপন্যাস গুলি মনে রাখি- ট্রিক- জীবনে মালের সুক দরকার (থিংক পজিটিভ) জীবনে = জীবনানন্দ দাশ মালের = মাল্যবান (১৯৭৩) সু = সুতীর্থ (১৯৭৪) ক = কল্যাণী (১৯৯৯) ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা- ♥বনলতা সেন ♦আবার আসিব ফিরে (রুপসী বাংলা) ♣বাংলার তীরে- ⇒ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবনানন্দ দাশ এর কবিতা গুলেও কে 'চিত্ররূপময়' কবিতা বলেছেন ⇒ জীবনানন্দ দাশ 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে বলেছেন " সকলেই কবি নন, কেউ কেউ কবি"

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯০৮-১৯৫৬)

♦♦♦	⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- জননী শহরের দামী হাসপাতালে দিবারাত্রি আরোগ্য লাভ করার পর মানিক ও মাঝি কে অহিংসামূলক ইতিকথা বলল.... জননী = জননী (১৯৩৫- প্রথম উপন্যাস) শহরের = শহরতলী, শহরবাসের ইতিকথা দামী = সোনার চেয়ে দামী দিবারাত্রি = দিবারাত্রির কাব্য (১৯৩৫) আরোগ্য = আরোগ্য (১৯৫৩) পর = ইতিকথার পরের কথা মানিক = মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মাঝি = পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬- গৌতম ঘোষ ছবি তৈরি করেছেন) অহিংসা = অহিংসা (১৯৪১) ইতিকথা = পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) ⇒ তার বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ- ♥ অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫) ♦ ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯)

Ω যেসব লেখকদের ২/৪ টা তথ্য জানলে হবে। সেগুলি নিচে আলোচনা করা হলো-

♦♦♦	আনোয়ার পাশা- রাইফেল-রোটি-আওরাত (১৯৭৩- মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস)
♦♦♦	শাহ আব্দুল করিম -সাহিত্য কিশারদ
♦♦♦	অদ্বৈত মল্লবর্মণ- তিতাস একটি নদীর নাম
♦♦♦	আব্দুল গাফফার চৌধুরী- পলাশী থেকে ধানমন্ডী (গাধা = গাফফার, ধা = ধানমন্ডী) ⇒ গান -আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে...
♦♦♦	আব্দুল মান্নান সৈয়দ- ছদ্মনাম ⇒ 'অশোক সৈয়দ'
♦♦♦	আব্দুল্লাহ আল মামুন- সুবচন নির্বাসনে (নাটক)
♦♦♦	আবু ইসাহাক- ⇒ সূর্যদীঘল বাড়ি (১৯৫৫) ২য় বিশ্ব যুদ্ধ + পঞ্চাশের মনন্বন্তর এর উপজীব্য বিষয়। চরিত্র- জয়গুন, হাসু , মায়মুনা। ⇒ পদ্মার পলিদ্বীপ- (১৯৮৬)
♦♦♦	আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ- ⇒ 'আমি কিংবদন্তীর কথা বলছি' ⇒ মাগো ওরা বলে (কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা, সজনে ডাটায় ভরে গেছে গাছটা)

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

♦♦♦	আবু জাফর শামসুদ্দীন- ⇒ মুক্তি (উপন্যাস) (ফাঁদ -কাজী নজরুলের প্রথম কবিতা) ⇒ পদ্মা- মেঘনা, যমুনা (উপন্যাস) ট্রিক = যমজ (যমুনা= য , মেঘনা= ম,জাফর = জ ⇒ দেয়াল = উপন্যাস ফাঁদ -হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস (সর্বশেষ) ♥ ত্রয়ী উপন্যাস ট্রিক = ভাজ কর ভা = ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান জ = আবু জাফর, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা (য়) কর = সংকর সংকীর্তন
♦♦♦	আবুল মনসুর আহমদ- ⇒ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (১৯৬৯) ⇒ শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু (১৯৭২) ⇒ জীবনক্ষুধা (উপন্যাস) ফাঁদ- নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা (উপন্যাস-১৯৩০)
♦♦♦	আহসান হাবীব- ⇒ অরণ্যের নীলমা (১৯৬২), জাফরানী রং পায়রা হলো তার ২টি বিখ্যাত উপন্যাস। 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' তার্,কটি বিখ্যাত শিশু সাহিত্য
♦♦♦	আহমদ শরীফ (১৯২১-১৯৯৯) ⇒ তার একটি বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম হলো, 'বিশ শতকের বাঙালি' (১৯৯৮) । ⇒ তিনি ' বাংলা একাডেমির সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' এর সম্পাদক ছিলেন। ⇒ তিনি মারা যান ১৯৯৯ সালে।
♦♦♦	আহমদ ছফা (১৯৪৩-২০০১) ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হলো- অলাতচক্র (মুক্তিযুদ্ধ বিত্তিক),গাভী বৃত্তান্ত, অর্ধেক নারী অর্ধেক ইশ্বরী । ⇒ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ হলো- জাগ্রত বাংলাদেশ (১৯৭১), শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য (১৯৮৯) যদ্যপি আমার গুরু (১৯৯৭)
♦♦♦	আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস হলো- ' তেইশ নম্বর চলচ্চিত্র' (১৯৬০) ,ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪) ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা হলো 'মানচিত্র' ⇒ তার বিখ্যাত নাটকের নাম' হিজল কাঠের নৌকা'
♦♦♦	⇒ এমআর আখতার মুকুল এর বিখ্যাত গ্রন্থ ' আমি বিজয় দেখেছি'

♦♦♦	এস. ওয়াজেদ আলী ⇒ তার একটি বিখ্যাত প্রবন্ধের নাম -ভবিষ্যতের বাঙালি' ⇒ তার একটি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম- 'গ্রানাডার শেষ বীর' (১৯৪০)
♦♦♦	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ⇒ 'চিলে কোঠার সেপাই' হলো ৬৯' গণঅভ্যূত্থানের পটভূমিতে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস। ⇒ 'খোয়াবনামা' তার বিখ্যাত উপন্যাস ⇒ 'দুধে ভাতে উৎপাত' তার একটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ। ⇒ তার বিখ্যাত গল্প হলো- 'মিলির হাতে স্টেনগান', 'রেইনকোট' । ⇒ 'সংস্কৃতির ভাঙাসেতু' তার বিখ্যাত প্রবন্ধ সংকলন
♦♦♦	⇒ 'হুতোমপ্যাঁচা বলা হয়- কালীপ্রসন্ন সিংহ কে
♦♦♦	কুসুমকুমারী দাশ ⇒ তিনি হলেন- জীবনানন্দ দাশের মা ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা হলো -'আদর্শ ছেলে' (আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে..)
♦♦♦	কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- "কেন পান্থ! ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ,উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?.... ⇒ "যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি, আশুগৃহে তার দেখিবে না আর নিশীতে প্রদীপ বাতি" ⇒ "চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন, ব্যথিতবেদন বুঝিতে পারে। কী যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"
♦♦♦	গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) তার উপাধি হলো- 'কাব্য সুধাকর' ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো- 'রক্তরাগ' ,খোশরোজ, সাহারা, হাসনাহেনা,বুলবুলিস্তান, বনি আদম' ⇒ তার জীবনীগ্রন্থ- 'বিশ্বনবী', 'মরুদুলাল'
♦♦♦	⇒ প্রবাসের দিনগুলো (১৯৯২) হলো-জাহানারা ইমাম এর রচনা। ⇒ 'একাত্তরের দিনগুলি' হলো মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত তার স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ।

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

♦♦♦	তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি হলো- 'ধাত্রীদেবতা, জলসাঘর, কবি, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম', হাসুলি বাঁকের উপকথা', একটি কালো মেয়ের কথা (মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত) ⇒ তার ত্রয়ী উপন্যাস হলো- মনে রাখার ট্রিক- ধাগপ = (ধাত্রীদেবতা ১৯৩৯, গণদেবতা ১৯৪২, পঞ্চগ্রাম ১৯৪৩)
♦♦♦	তাহমিমা আনাম ⇒ তাহমিমা আনাম এর ত্রয়ী উপন্যাস- 'এ গোল্ডেন এজ, দ্যা গুড মুসলিম, দ্য বোনস অফ গ্রেস'
♦♦♦	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র ⇒ তার ছদ্মনাম - দৃষ্টিহীন কবি ⇒ 'ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝুলি, ঠানদিদির থলে' হলো তার বিখ্যাত রুপকথার গল্প
♦♦♦	⇒ বাংলা সাহিত্যে চারণ কবি বলা হয় -মুকুন্দদাস কে
♦♦♦	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়- ⇒ সমবেত কণ্ঠসংগীত ও বাংলা নাটকে সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্রের স্রষ্টা তিনি। ⇒ তার ঐতিহাসিক নাটক হলো- তারাবাঈ, রাজা প্রতাপসিংহ,নূরজাহান,মেবার পতন, সোহরাব রুস্তম (১৯০৮), ♥সাজাহান- সম্রাট শাহজাহান কে নিয়ে তিনিই প্রথম নাটক লেখেন। 'ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এ নাটকের গান।
♦♦♦	শহীদুল্লাহ কায়সার ⇒ সারেং বৌ (১৯৬২), সংশপ্তক (১৯৬৫)- তার বিখ্যাত উপন্যাস। ⇒ 'রাজবন্দীর রোজনামচা' (১৯৬২) হলো তার- স্মৃতিকথা ফাঁদ- (কারাগারের রোজনামচা -শেখ মুজিবুর রহমানের)
♦♦♦	⇒ 'কাশবনের কন্যা' হলো-শামসুদ্দীন আবুল কালামের বিখ্যাত উপন্যাস
♦♦♦	শামসুর রহমান (১৯২৯-২০০৬) ⇒ পাড়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'মজলুম আদিব বা বিপন্ন লেখক' কবিতা লিখেছেন ⇒ তার বিখ্যাত কাব্য- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', বিধ্বস্ত নীলিমা, বন্দী শিবির হতে', বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে, ইকারুসের আকাশ, উদ্ভট উঠের পিঠে চলছে স্বদেশ'

	⇒ তার উপন্যাস গুলি মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- অনি একটায় এলো অ = অক্টোপাস নি = নিয়ত মন্তাজ এক = অদ্ভুত আঁধার এক এলো = এলো সে অবেলায় ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা- আসাদের শার্ট, স্বাধীনতা তুমি ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য স্বাধীনতা ⇒ তার বিখ্যাত শিশুতোষ বই- এলাটিং বেলাটিং, ধান ভাঙলে কুড়োঁ দিব।
♦♦♦	শাহ আবদুল করিম- ⇒ তাকে বলা হয়- বাউল সম্রাট। তার জনপ্রিয় কিছু গান- ♦'বসন্তে বাতাসে সইগো বসন্তে বাতাসে,তোমা বাড়ি ফুলের গন্ধ আমার বাড়ি আসে- ♦ " আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম....' ♦ "কোন মিস্তিরি নাও বানাইছে... ♦ "গাড়ি চলে না চলে নারে..... ♦ সখি কুঞ্জ সাজাও গো... ♦ রঙ এর দুনিয়া তরে চায় না...
♦♦♦	শেখ ফজলুল করিম- ⇒ তার উপাধি- 'সাহিত্যবিশারদ' ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- 'লাইলী মজনু' (১৯০৪) ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- "কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর, মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর"
♦♦♦	সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভ্রমণকাহিনী তিনিই লিখেছেন- পালামৌ ⇒ তার বিখ্যাত উক্তি- "বনেরা বনে সুন্দর ,শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"
♦♦♦	সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ⇒ তাকে বলা হয়- ছন্দের যাদুকর ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- কুহু ও কেকা ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা- 'মেথর'- ফারসি শব্দ
♦♦♦	সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭) ⇒ গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাকে বলা হয় - কিশোর কবি ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- ছাড়পত্র (১৯৪৭), ঘুম নেই (১৯৫০),পূর্বাভাস (১৯৫০),মিঠেকড়া (১৯৫১),অভিযান (১৯৫৩) হরতাল (১৯৬২) ।

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	ট্রিক- পত্রে কড়া হরতাল ও অভিযানের পূর্বাভাস পেয়ে ঘুমনেই সুকান্তের... পত্রে = ছাড়পত্র কড়া = মিঠেকড়া হরতাল = হরতাল অভিযনের = অভিযান পূর্বাভাস = পূর্বাভাস সুকান্ত= সুকান্ত ভট্টাচার্য
♦♦♦	সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯) ⇒ তাকে বলা হয়- জননী সাহসিকা ⇒ তার প্রথম গল্পের নাম - 'সৈনিক বধূ' ⇒ তার বিখ্যাত কাব্য- সাঁঝের মায়া (১৯৩৮-প্রথম), মায়া কাজল (১৯৫৫), মন ও জীবন (১৯৫৭), উদাত্ত পৃথিবী (১৯৬৪), অভিযাত্রিক (১৯৬৯) ⇒ তার বিখ্যাত গল্পের নাম - কেয়ার কাঁটা (১৯৩৭) ⇒ তার মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা- 'একাত্তরের ডায়েরী ⇒ তার বিখ্যাতি ২টি কবিতা হলো- তাহারেই পড়ে মনে', রুপসী বাংলা (আগের স্বামী নাকি-হাহা)
♦♦♦	সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- অবিশ্বাস্য (১৯৫৪), শবনম (১৯৬০) ⇒ তার বিখ্যাত ছোটগল্প- চাচা কাহিনী ১৯৫২) টুনিমেম (১৯৬৩) ⇒ তার বিখ্যাত গল্প-রসগোল্লা, ধূপছায়া,রাজা উজির ⇒ তার রম্যরচনা- পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী
♦♦♦	সেলিম আল দীন ⇒ 'গ্রাম থিয়েটার' এর প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ⇒ তার নাট্যগ্রন্থ মনে রাখার কৌশল- ট্রিক- বামুন হয়ে শকুন্তলার মন কে হুদাই পাওয়ার জন্য কিত্তন হর (বরিশাইল্লা ভাষা) না ভালবেসে...... বা = বাসন মুন = মুনতাসির ফ্যান্টাসী শকুন্তলার = শকুন্তলা মন = যৈবতী কন্যার মন কে = কেরামতমঙ্গল হুদাই = হাতহদাই পাওয়ার = বনপাংশুর কিত্তন = কিত্তনখোলা হর = হরগজ

♦♦♦	সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-২০০২) ⇒ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের ইংরেজি আনুবাদক তিনি। 'ইডিপাস' তার অনুবাদ গ্রন্থ। ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- ♦একক সন্ধায় বসন্ত (১৯৬৪) ♦অনেক আকাশ (১৯৫৯) ♦সহসা সচকিত (১৯৬৫)
♦♦♦	সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস গুলি মনে রাখি- ট্রিক- রাজা নূরের ফিতা রা = রায়নন্দিনী জা = জাহানারা নূরের = নূরউদ্দিন ফি = ফিরোজা বেগম তা = তারাবাঈ ⇒ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী এর বিখ্যাত কাব্য-অনলপ্রবাহ যা বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। ⇒ তার রচিত মহাকাব্য এর নাম -স্পেনবিজয় কাব্য
♦♦♦	সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১) ⇒ তার রচিত উপন্যাস ♥লালসালু (১৯৪৮) এটি ইংরেজিতে অনূদিত হয়-'Tree without Roots' ♥দি আগলি এশিয়ান- ১৯৬৮ ♥ চাঁদের অমাবস্যা - ১৯৬৪ ♥ কাদো নদী কাঁদো - ১৯৬৮ ♥ শিম কিভাবে রান্না করতে হয়- ⇒ তার বিখ্যাত ছোটগল্পের নাম -নয়নচারা (১৯৫১) ⇒ তার বিখ্যাত নাটক- ট্রিক- পীর সুড়ঙ্গ ওয়াল ভেঙ্গে উজানে এল পীর = বহ্নিপীর (১৯৬০), সুড়ঙ্গ = সুড়ঙ্গ ওয়াল = ওয়ালীউল্লাহ ভেঙ্গে = তরঙ্গভঙ্গ উজানে = উজানে মৃত্যু

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ⇒ মুনির অপটিমা' নামক টাইপরাইটার আবিষ্কারক ⇒ তার বিখ্যাত নাটক- কবর - ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক (রণেশ দাশগুপ্তের অনুরোধে লিখেন) ⇒ রক্তাক্ত প্রান্তর- পানিপথের ৩য় যুদ্ধ (১৭৬১) 'মানুষ মরে গেলে পচে যায় ,বেচে থাকলে বদলায়' ⇒ অনুবাদ নাটক- ♥ মুখরা রমণী বশীকরণ- 'Shakespeare taming of the Srew' ♥
♦♦♦	নূরুল মোমেন ⇒ তার বিখ্যাত নাটক- ♥নেমেসিস (১৯৪৮) ♣রুপান্তর (১৯৪৭) ♦নয়া খান্দান (১৯৬২) ⇒ তার বিখ্যাত রম্যরচনা হল- হিং টিং ছট
♦♦♦	নবীনচন্দ্র সেন ⇒ তার ত্রয়ী উপন্যাস- কু চরিত্র প্রভার কু = কুরুক্ষেত্র (১৮৯৩০ প্রভা = প্রভাস (১৮৯৬) র = রৈবতক (১৮৮৭) (নামের সাথে মিলে কষ্ট পাবেন নাহ)
♦♦♦	নির্মলেন্দু গুণ (১৯৪৫-) ⇒ তাকে বলা 'বাংলাদেশের কবিদের কবি' ⇒ তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ- ⇒ প্রেমাংশুর রক্ত চাই (১৯৭০) না প্রেমিক না বিপ্লবী (১৯৭২) চৈত্রের ভালবাসা (১৯৭৫) চাষাভূষার কাব্য (১৯৮১) বাংলার মাটি বাংলার জল (১৯৭৮) ⇒ তার বিখ্যাত কবিতা - ♥হুলিয়া (আমি যখ বাড়িতে পৌঁছলুম তখন দুপুর) ♣স্বাধীনতা এই শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো।
♦♦♦	শওকত আলী ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- ◊ পিঙ্গল আকাশ (১৯৬৪) ♦'যাত্রা' -১৯৭৬ (মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত) ♥প্রদোষে প্রাকৃতজন (১৯৮৪) ওয়ারিশ (১৯৮৯) উত্তরের খেপ (১৯৯২)

	⇒ তার রচিত ত্রয়ী উন্যাস- ◊ দক্ষিনায়ণের দিন (১৯৮৫–দদ ♥ কূলায় কালস্রোত (১৯৮৬) = কক ♦ পূর্বরাত্রি পূর্বদিন (১৯৮৬) = পপ (মনে রাখুন-শওকত এর ডাবল অক্ষর)
♦♦♦	মামুনুর রশীদ ⇒ তার বিখ্যাত নাটক - ♥ওরা কদম আলী (১৯৭৮) ♦ইবলিশ (১৯৮২)
♦♦♦	বিষ্ণু দে- ⇒ তিনি পঞ্চপাণ্ডবের একজন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম হলো- উর্বশী ও অর্টেমিস -১৯৩৩ চোরাবালি -১৯৩৭ (ফাঁদ- চোখের বালি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস)
♦♦♦	সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ⇒ তার সাহিত্যকর্ম মনে রাখি অসাধু- অ = অর্কেষ্ট্রা (১৯৩৫) সাধু = সুধীন্দ্রনাথ দত্ত
♦♦♦	অমীয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬) ট্রিক ⇒ চক্রবর্তী খসড়া মাটির দেয়ালে শেষ উপহার অমর (চীর) ইমেজ তৈরি করলো আংটি বদলে পারাপার হওয়ায়.. চক্রবর্তী = অমীয় চক্রবর্তী খসড়া = খসড়া মাটির দেয়ালে = মাটির দেয়াল শেষ = অনিঃশেষ উপহার = উপহার অমর = অমরাবতী ইমেজ = পুষ্পিত ইমেজ বদলে = পালাবদল পারাপার = পারাপার
♦♦♦	বুদ্ধদেব বসু ⇒ তিনি পঞ্চপাণ্ডবের একজন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম হলো- ♥মর্মবাণী (১৯২৫) (ফাঁদ -যুগবাণী- প্রবন্ধ কাজী নজরুল ইসলামের) ♥বন্দীর বন্দনা (১৯৩০) -২টাতে ডাবল ব আছে বুদ্ধদেব বসু = বন্দীর বন্দনা (ফাঁদ- জীবন বন্দনা- কবিতা-কাজী নজরুল)

www.itmona.com

Downloaded From: www.itmona.com

	⇒ তার বিখ্যাত প্রবন্ধ- হটাৎ আলোর ঝলকানি (১৯৩৫) ⇒ তার উপন্যাস মনে রাখার কৌশল- ট্রিক -তিথি নির্জনে সাড়া দেয় নি... তিথি = তিথিডোর (১৯৪৯) নির্জনে = নির্জন স্বাক্ষর (১৯৫১) সাড়া = সাড়া (প্রথম- ১৯৩০)
♦♦♦	নীলিমা ইব্রাহিম ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস- 'বিশ শতকের মেয়ে ⇒ তার বিখ্যাত কথানাট্য- আমি বীরাঙ্গনা বলছি
♦♦♦	মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ⇒ তাকে বলা হয় - শান্তিপুরের কবি ⇒ তার সম্পাদিত পত্রিকার নাম- 'মোসলেম ভারত' মোজাম্মেল এর = ম মোসলেম এর = ম ২টাতে ম আছে ⇒ তার বিখ্যাত উপন্যাস - জোহরা (১৯২৯)
♦♦♦	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ⇒ তাকে বলা হয় - বাংলার মিল্টন ⇒ বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য রচিয়তা তিনি । তার রচিত মহাকাব্য হলো- "বৃত্তসংহার'

ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়-

মোঃ হাছেন আলী

www.itmona.com

ইনসেপশন পাবলিকেশন্সের বইসমূহ

ইনসেপশন ডাইজেস্ট

ইনসেপশন সুপার মডেল টেস্ট এন্ড সাপ্লিমেন্টারি

ইনসেপশন রিসেন্ট

ইনসেপশন প্লাস ১৬০/-

Better Sound Through Research

Downloaded From: www.itmona.com